বাংলা উদ্ধৃতি

অজ্ঞাত
অন্যান্য
আলী, সৈয়দ মুজতবা
ইসলাম, কাজী নজরুল
ওসমান, শওকত
গালিব
গীতা
গুন, নির্মলেন্দু
ঘোষ, শঙ্খ
চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র
চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র
ছফা, আহমদ
ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ
দত্ত, মাইকেল মধুসূদন
দাশ, জীবনানন্দ
বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র
রাহমান, শামসুর
রফিক, মোহাম্মদ
শহীদুল্লাহ, বুদ্র মোহাম্মদ
সৈয়দ, আবদুল মান্নান
হক, সৈয়দ শামসুল
হুদা, মোহাম্মদ নুরুল

Content and Layout © Banglar.com (Shah Mumin)
Feedback: smumin@hotmail.com

অজ্ঞাত

আধুনিক মানুষ অনিকেত এবং নি:সঙ্গ মানুষ, যদিও অনিকেত ও নি:সঙ্গ মানুষ মাত্রই আধুনিক নয়।
আমি আবার আসবো, পৃথিবীর কোমল মৃত্তিকায় রেখে যাওয়া আমার ভালোবাসার টানে। এখন বিদায়
ঈশ্বর বললেন, 'হও'। পৃথিবী সৃষ্টি হলো। তার পূর্বে পৃথিবী কোথায় ছিলো? ঈশ্বরের কল্পনায়।
উদ্দালক বলিলেন— হে সৌম্য, বীজের মধ্যে যে সুক্ষ্মতম অংশ আছে, তাহা তুমি দেখিতেছ না। এই ক্ষুদ্রতম অংশেই বিরাট বটবৃক্ষ রহিয়াছে। সৌম্য, শ্রদ্ধাযুক্ত হও
উপন্যাসের শেষ পৃষ্ঠার মতো স্তব্দ হওয়া
এক পুত্রের প্রতি মাতার যে প্রেম, সেই অপরিমেয় প্রেমে সমগ্র বিশ্বকে আপন করে দেখাই জীবনের পূর্নতা
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অমর উপন্যাস শেষের কবিতার নায়ক অমিত তার প্রেমিকা লাবন্যের উদ্দেশ্যে যা বলেছিল তা আজও অনুরনন তোলে আমাদের হৃদয়ে কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও?
কলিমুদ্দি শেখ মুই অমপুরে হাবাস আমার বিশ্বাস হয়কি বাহে এই মুই যুদ্ধে গেছিলাম?

Content and Layout © Banglar.com (Shah Mumin)
Feedback: smumin@hotmail.com

কালিদাসের নায়িকারা সহসাই তন্বী, শ্যামা আর সুক্ষদন্তিনী, নিম্ননাভি, ক্ষীনমধ্যা জঘনগুরু বলে মন্দ লয়ে চলা, চকিত হরিনীর দৃষ্টি, অধরে রক্তিম পক্ক বিম্বের, যুগল স্তনভারে ঈষৎনতা
কিন্তু সবাই বিদ্রোহ করেনা, মেনে নেয়
গভীর দু:খীর জন্য তাঁর লড়াই – কাইজারের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁর আজীবন আমৃত্যু সংগ্রাম - প্রথম যৌবন থেকে হাইনে-কে, অতিশয় মাতৃভক্ত এই পুত্রকে, মাকে ছেড়ে – দুরবিদেশের নির্বাসনে সমস্থ জীবন কাটাতে হয়, মৃত্যুবরন করতে হয় প্যারিসে।
গ্রহনই আমার জীবনের ধ্রুব সত্য, প্রত্যাখ্যান নয়
চানক্য বলেছেন, যে ব্যক্তি উৎসবে, ব্যসনে, দূর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে, রাজদ্বারে এবং সর্বশেষ বন্ধুকে শ্মশানে নিয়ে যায়, সেই প্রকৃত বান্ধব। উৎসবে ব্যসনে চৈর্ব দূর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে রাজদ্বারে শ্মশানে চ য: তিষ্ঠতি স বান্ধব।
ছিন্ন করো বন্ধনের এই অন্ধকার
ডিম আগে না মুর্গী আগে এবম্বিধ আলোচনায় অশ্বডিম্ব হবে। বসে বসে পশ্চাৎ ভারী না করে চলুন নৃত্য করি
তাঁকে স্বীকার করতে হবে, অস্বীকার। কিন্তু অবহেলা করা যাবেনা তাঁকে, কিছুতেই
তাঁর যুগের তাবৎ গুনীকে তিনি চিনতেন, মানুষের পক্ষে যা পড়া সম্ভব তার সবকিছুই তুর্গেনেভের পড়া ছিল

Content and Layout © Banglar.com (Shah Mumin)
Feedback: smumin@hotmail.com

তিনি বয়সে নবীন হলেও জ্ঞানে বৃদ্ধ
নিজে উপযুক্ত না হলে কোনো জিনিস গ্রহন করা যায়না
নিজেকে বলি, রাজা সব ডাল এখনো শুকোয়নি
প্রেম ছিলো বড় ম্লান পৃথিবীর এই দৃশ্যপটে
প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যের কাব্যের মতে, যে নগরীতে মধ্যরাতে রাজপথ দিয়ে সালঙ্কার ষোড়শীকন্যা নিরাপদে পথ চলতে পারে, তাকে সভ্য নগরী বলা চলে।
বঙ্কিমচন্দ্রের জগদ্ধিখ্যাত বাক্যের লেজের দিকে তিনটি শবেদ আছে নারীসম্বন্ধে তার পর্যবেক্ষনের সারাৎসার, "স্ত্রীজাতি বঞ্চনা জানে"। জানেতো অবশ্যই, এবং সেই জানাজানির গভীরতা কত যে অতলস্পর্শী জানে ভূক্তভোগী, জানে রসিকসুজন।
বিখ্যাত সাধু তার শিষ্যকে বলেছিলেন, যদি মনে হয় আর পারছোনা, তাহলে নিজের সাথে লড়াই না করে বেশ্যাগমন করো।
ব্যস, হাতে লন্টন, পশ্চাতে বাঁশ
'ভগবান কোথায়?' নাস্তিক জিজ্ঞেস করেছিল সাধুকে। কৃচ্ছসাধনামক্ত দীর্ঘ-তপস্যারত সাধু বলেছিলেন, 'তরুন-তরুনীর চুম্বনের মাঝখানে থাকেন ভগবান'।
ভালোবাসা এইভাবে ঠিকানাবিহিন হয় হায়, কষ্ট পেয়ে কতদূরে যাওয়া যায়?
ভালোবাসা ছাড়া আর কিছু নেই আমার

Content and Layout © Banglar.com (Shah Mumin)
Feedback: smumin@hotmail.com

ভালোবাসাই ভালোবাসার নির্মম রুপকে দেখায়। জগতের নিষ্ঠুরতাকে, জীবনের স্থূল অত্যাচারকে দেখাতে গেলে দরকার হয় ভালোবাসার, যাপিত জীবনের প্রতি বিশ্বস্থতার।
ভালোবাসার রয়েছে হাজার চোখ আমি সেই বিনিদ্র চোখ মেলে থাকবো তোমার দিকে
প্রতি অঙ্গ লাগি তার প্রতি অঙ্গ কাঁদেরে
পৃথিবী মানুষকে বদলে দেয়, মানুষও পৃথিবীকে বদলায়। কেবল মানুষ নয়, সকল জীবই সময়ের অন্তর্গত; তাই বদলানো কথাটার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও ধারনা থাকা দরকার
বৃষ্টি, আমার জন্মাবধি দু:খ মুছে দাও
মহিলারা ছিলেন বরাবরই ইয়েটস-এর প্রিয় এবং প্রিয় বিষয়। এই শতাবদীর শুরুতে তিনি ইংরেজী ভাষায় আধুনিক কবিতা লেখা সম্ভব করে তোলেন
মৃত্যুশয্যায় শায়িত কবি কীটস বলেছেন, ফুল ফোটা দেখার মধ্যেই তার জীবনের চরমতম আনন্দ রয়েছে। আরো বলেছেন, তিনি যেনো অনুভব করছেন তার উপর ফুল ফুটছে।
মেয়েদের সৌন্দর্যের প্রধান অংশ হচ্ছে তাদের ন্যাচারাল মিনস ফিজিক্যাল আণ্ড মেন্টাল লিরিসিজম — গীতিধর্মীতা।
যিনি ইলিশ মাছ খান কিন্তু গলায় কাঁটা বিধেঁনা, তিনিই বাঙালি

Content and Layout © Banglar.com (Shah Mumin)
Feedback: smumin@hotmail.com

যুবাবয়সে লম্বা চুল এবং দাঁড়ি থাকিলে, তিনি কবি
র‍্যাঁবো কৌশরেই তার কবিতার অমরত্ব আর পক্কেশ সমালোচকদের ক্ষনস্থায়ীত্ব সম্পর্কে দাম্ভিক উক্তি করে চলেন। এক'শ বছর পর একথা নিশ্চয় প্রমান হয়েছে যে, সব অহংকারীরই পতন হয়না
রোমক সেনাপতি মার্ক এন্টনি আর মিশরী রাজপুত্রী, যৌন আবেদনে ভরপুর টসটসে, উন্নতবক্ষা, সুযৌনি, গুরুনিতম্বিনী, সঙ্গমমত্তা, দেহবিলাসিনী, যৌবনমদির ক্লিওপেট্রার মিলন যেমন ছিলো রাজনৈতিক, তেমনি সামাজিক
শৎ পরিবৃত এই বঙ্গদেশে শালুক একবারই চিনেছিল গোপাল ঠাকুর
শূদ্রক-এর 'মুচ্ছকটিক' নাটকের জুয়াড়ী দর্দুরক-এর দর্শন ছিলো, 'জুয়া খেলাতেই পুরুষের বিনা সিংহাসনে রাজ্যভোগ হয়'।
সমুদ্রে পেতেছি শয্যা, শিশিরে কি ভয়?
সৎ মানুষের পক্ষে বিত্ত প্রভুত্ব অর্জন করা অসমম্ভব
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়:, পরধর্ম ভয়াভহ
হেমন্তের পাতা-ঝরার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে না জানি কোন্ নিষ্ফল বৃক্ষের কথা ভেবে ভেবে চিত্তের লুকানো দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ

Content and Layout © Banglar.com (Shah Mumin)
Feedback: smumin@hotmail.com

অন্যান্য

অন্ধ হল কি প্রলয় বন্ধ থাকে? (সুধীন্দ্রনাধ দত্ত)
অরন্যভূমি তোলপাড় করে অজ্ঞাত হাওয়া। আমি চিরকাল বিস্মিত থেকে যাবো। (শিবশম্ভু পাল)
আদর্শের অস্পষ্টতা মানুষকে কর্মবিমুখ করে, কলহপরায়ন করে তোলে; কুকর্মবৃত্তির বিলাস যোগায়। আর তা সমাজ পরিবর্তনে কোনো সাহায্য করেনা (গ্যেটে)
আমি কোনো ব্যক্তিকে নয়, ভালোবেসেছি আমার ভালোবাসাকেই
আমি আমার অতীতকে ভালোবাসি, ভালো বলে নয় — কেননা তা মোটেই সব ভালো ছিলনা — অতীত বলেই, আমার পিতা-পিতামহ-প্রপিতামহের চরনধূলির জন্য। (সুকুমার সেন)
আমি জানতে চাই কেনো একজন ধর্মভীরু হিন্দু বা মুসলমানের জন্য ধর্মনিরপেক্ষতা মেনে নেয়া কঠিন (ইসমত চুগতাই)
আমিতো থাকবোই, শুধু মাঝে মাঝে পাতা থাকবে সাদা এই স্বেচ্ছামৃত্যু আমি জেনেছি তিথির মতো। আমিতো থাকবোই তোমাদের দু:খের অতিথি আমি ছাড়া কে খুলে পড়বে দেবতার চিঠি? কার রক্তের আদেশে মালা হয়ে ওঠবে ফুল? আমি দিয়ে যাবো তোমাদের সঙ্গোপন গন্ধর্ব বিবাহ এই ইচ্ছামৃত্যু আমি নিজেই চেয়েছি। (সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত)

Content and Layout © Banglar.com (Shah Mumin)
Feedback: smumin@hotmail.com

আমি শুধু প্রাচীন রাখাল চোখ বুঁজে থাকি বসে যেনো আমি কোনোদিন রাজা ছিলামনা। (আবুসাঈদ ওবায়দুল্লাহ: লীয়রের দু:খগুলো)
আমার স্বদেশ হচ্ছে পর্তুগীজ ভাষা (ফার্নান্দো পেসোয়া)
এই বিধবা পৃথিবীর উপর আমার আর কোনো আকর্ষন নেই (মহাভারত)
একাকীত্ব মানব পরিস্থিতির চুড়ান্ত অবস্থান। মানুষই হচ্ছে সেই অনন্তসৃষ্টি যে নিজেকে একা ভাবে, আবার অন্যকেও অনুসন্ধান করে (অক্টাভিও পাজ)
একটি আলোর আভাস অতচ আলো তো নেই, এখানে একটি আকাশ আকাশহীন (পাবলো নেরুদা)
কোনো কোনো প্রেম আছে প্রেমিককে খুনি হতে হয় (হেলাল হাফিজ)
তুমি আমি মিশে যাবো পাথরে পাথর (প্রজ্ঞাপারমিতা: আশরাফ হোসেন)
পার্টি হচ্ছে আমাদের কালের বুদ্ধিমত্তা, মর্যাদা এবং বিবেক (লেনিন)
পরমেশ্বরকে ডাক, তিনিই দীনের রক্ষক (দীনবন্ধু মিত্র: নীলদর্পন)
প্রিয়ভাষীজনকে ধনহীন মনে করা দূর্জনের লক্ষন (ভর্তৃহরি)
প্রেমওতো শিল্প এবং তা প্রতিভা দাবী করে (জামিয়ান্টিন)

Content and Layout © Banglar.com (Shah Mumin)
Feedback: smumin@hotmail.com

ফুল হয়ে ফুটে আমার সুন্দর বেদনারা (রবীন্দ্র গোপ)
বন্ধু মানেই সত্য, বন্ধু মানেই আশ্রয়, বন্ধু মানেই বন্ধন — যেখানে এর একটিও নেই সেখানে বন্ধুত্ব নেই, আছে বন্ধ্যাত্ব। (সুচরিত চৌধুরী: সুজাতা)
বহুকাল পূর্বে সে জেনেছিল সব ভোরে পাখি ডাকেনা। অনেক রাতের শেষেই অন্ধকার দীর্ঘস্থায়ী হয়। তাই কৃষ্ণবর্নে, অন্ধকারে বাসের জন্য অপেক্ষায় সে বলে জন্মভূমি, তুমি আছো তাই আমি আছি। আমি ভ্রুক্ষেপহীন। (জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত: দূরদেশে স্বদেশ)
বৃক্ষ বলে দেয় কেনো ফল নেই কবি বলে দেয় কেনো তার পংক্তিমালা ভ্রষ্ট সেনাপতি বলে দেয় কেনো যুদ্ধে পরাজয় (ব্রেটল্ট ব্রেশ্ট)
ভালোবাসা, প্রজ্ঞাপারমিতার নতমুখ শেষ প্রশ্ন পৌষের পড়ন্ত বিকেলে... (শাহ মুমিন: দেশান্তর)
ভালোবাসা দাও, সাহায্য দাও, সেবা দাও, এতটুকু যা দেয়ার আছে দিয়ে দাও। কিন্তু সাবধান, বিনিময়ে কিছু চেয়োনা (স্বামী বিবেকানন্দ)
মন স্বপ্ন দেখেছিলো, সেই স্বপ্নের মধ্যে ছিলো সমগ্র বিশ্ব (হর্হে লুই বোর্হেস)
মানুষ যে কোনো বয়সে প্রেমে পড়তে পারে। প্রেমে দেহের একটা ব্যাপার আছে। কিন্তু গভীর প্রেমের অনুভূতি পুরোপুরি বোধের ব্যাপার। তোমার

Content and Layout © Banglar.com (Shah Mumin)
Feedback: smumin@hotmail.com

প্রেম তেমনই হবে যেমনভাবে তুমি প্রেমটাকে রিয়েলাইজ করতে পারছো (আহসান হাবীব)
মানুষের জন্ম হয় জ্ঞানী হবার জন্য (কার্ল পপার: বিশ্ব-৩)
মূর্খরা অহংকারী হয়। আমার ছিলো। এখনও আছে। মূর্খরা অহংকার নিয়ে বাঁচে। (বিমল কর)
যাও ডুবে যাও আপনমাঝে তুলতে গোপন রত্নবিভব আমার যদি না হও তুমি হওনা কেনো নিজের আপন? (ইকবাল)
যারা হত্যা করেছে একজন মানুষকে, তাদের বেঁছে থাকার কোনো অধিকার নেই (ট্যাবলেটস অফ সুমের)
যুবতী একটি নিতান্ত সাধারন মেয়ে। যুবতীরা কখনো কখনো কারো কারো কাছে অসমম্ভব হয়ে ওঠে। তখন শবদ সঙ্গীত হয়। নিশিদিন ক্ষমাহীন নির্বিকার সময় আমাকে ক্লান্ত করে। যুবতীর একদা ভালোবাসার শবদ আমাকে ক্লান্ত করে — আমার ব্যাকুল বিষন্ন অতীত আমাকে ক্লান্ত করে। (সুব্রত বড়ুয়া: নির্বাসনে একজন)
যুবতী যেনো ভারবাহী পশু বেচারা সারাদিন সারারাত বয়ে বেড়ায় তার স্তন দুটি অথচ জানেনা ওরা আনন্দেরই মফ:স্বল। (শরৎ মুখোপাধ্যায়)
সর্বপ্রকার দ্বন্দের সমাধান হোক (বেদ)

Content and Layout © Banglar.com (Shah Mumin)
Feedback: smumin@hotmail.com

আলী, সৈয়দ মুজতবা

সৃষ্টিকর্তা মানুষকে পৃথিবী নামক জায়গায় একবারের বেশি দুবার পাঠান না। ঐকই নিষ্ঠুর স্তলে একাধিকবার পাঠিয়ে একই দণ্ড দেওয়ার মধ্যে কোন বৈদগ্ধ নেই।

ইসলাম, কাজী নজরুল

তোমাদের পানে চাহিয়া বন্ধু, আর আমি জাগিব না।
কোলাহল করি, সারা দিনমান কারো ধ্যান ভাঙিব না।
--নিশ্চল নিশ্চুপ
আপনার মনে পুড়িব একাকী গন্ধবিধুর ধূপ। --
(বাতায়ন-পাশে গুবাক-তরুর সারি)

মধুর,গোলাপ বালার গালে
দখিন হাওয়ার মদির শ্বাস
মধুর তোমার রুপের কুহক
মাতায় যা এই পুষ্পাভাস।।
(হাফিজের গজল অনুবাদ)

অঞ্চলের ফুল অকারনে নদীজলে ভাসাও বালিকা
সে ফুল আমারে দাও, দেবতা তোমার ধন্য হবেন
পাবে মনোমত বর।
(কাবেরী তীরে)

Content and Layout © Banglar.com (Shah Mumin)
Feedback: smumin@hotmail.com

ওসমান, শওকত

ঠ্যাং ভেঙে দেওয়ার পর খুঁটিয়ে হাঁটার হন্য কাউকে উপহাস করা চলে, দায়ী করা যায়না।
পুরানো নৌকাটা ঘাটে বাঁধা থাকবে দেখার জন্য, পারাপারের জন্য নয়।

গালিব, মির্জা

না চাইতেই যদি দেন তো তার স্বাদই আলাদা; সেইতো শ্রেষ্ঠ ভিখিরি, হাত পাতার অভ্যেস হয়নি যার।
ময় সে গর জনিশাৎ হৈ বুসিয়াহ কো ইক গুনা বেখুদি মুঝে দিনরাত চাহি এ ।। মজা লুটতে মদ খেয়েছে কোন মুখপোড়া? দিনরাত্তির একটু ভূলে থাকার জন্যই মদ খায় গালিব।

গীতা

তেনাহং কুর্যাম নাহং অমৃতস্যাম যাহা লইয়া অমৃত না হইব, তাহা লইয়া আমার কি হইবে ?

Content and Layout © Banglar.com (Shah Mumin)
Feedback: smumin@hotmail.com

ঘোষ, শঙ্খ

ভালোবাসা ছাড়া আর বড়ো আধুনিকতা কি হতে পারে মানুষের?
কিন্তু কোথায় গিয়েছিলাম? মাঝি আমার বাংলাদেশের ছলাৎছল শবদ গেল অনেক দূর মিলিয়ে, সেই শবদকুহক, নৌকাকাঙাল, খোলা আজান বাংলাদেশের কিছুই হাতে তুলে দাওনি, বিদায় করে দিয়েছ, সেই স্মৃতি আমার শহর, আমার এলোমেলো হাতের খেলা, তোমায় আমি বুকের ভিতর নিইনি কেনো রাত্রিবেলা? (অলস জল)
পাঁজরে দাঁড়ের শবদ, রক্তে জল ছলছল করে নৌকার গলুই ভেঙে উঠে আসে কৃষ্ণা প্রতিপদ জলজ গুল্মের ভারে ভরে আছে সমস্থ শরীর আমার অতীত নেই, ভবিষ্যতও নেই কোনোখানে।

গুন, নির্মলেন্দু

পাপে পুন্যে এ পৃথিবী, এই প্রান তারচে’ অধিকে, আমি আছি, তুমি নেই — এইভাবে দু’জন দু’দিকে অপসৃত; তাইতো নশ্বর নারী কবির বিশ্বাসে, ভালোবেসে যাকে ছুঁই সেই যায় দীর্ঘ পরবাসে (হাসানের জন্য এলিজি)
এখন নিদ্রামগ্ন স্ত্রী এবং সন্তানদের

Content and Layout © Banglar.com (Shah Mumin)
Feedback: smumin@hotmail.com

মুখের দিকে না তাকিয়ে গৌতমবুদ্ধের মতো
গৃহত্যাগ করে অন্ধকারে বেরিয়ে যাবার সময়।
(এখন)

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র

বাঙালি অন্য যে কোনো কাজে পরান্মুখ হউন না কেন, কলহে কদাপি পরান্মুখ নহেন।

চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র

মাথার উপরে জ্বলছে সপ্তর্ষি ও কালপুরুষ
ঈশ্বর ! আমাকে তুমি আকাশ দিয়েছ।

ছফা, আহমদ

আমাদের দেশের পরম উপকারী জন্তুটির মতো জাবর কাটুন

Content and Layout © Banglar.com (Shah Mumin)
Feedback: smumin@hotmail.com

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ

জীবনের খরস্রোতে ভাসি সদাই ভুবনের ঘাটে ঘাটে — এক হাটে লও বোঝা শূন্য করে দাও অন্য হাটে।
দেখেছি কত মহাশয় সাম্রাজ্য গৌরবের অভ্রভেদী শিখরে উঠেছিল। আর আজ তারা ধূলোয় মিলিয়ে গেছে। তাদের হিসেবের খাতায় একটা মস্ত বড় দেশ জমে উঠেছিল যা তারা শোধ করেনি। (চার অধ্যায়: মাস্টারমশায় ঈন্দ্রনাথের বাক্য)
পাত্রখানা ঘরে এনে একি ভিক্ষেমাঝে একটি সোনার কনা দেখি দিলেম যা রাজভিখিরিরে স্বর্ন হয়ে এলো ফিরে তখন কাঁদি চোখের জলে দু'টি নয়ন ভরে তোমায় কেনো দিইনি আমার সকল শূন্য করে?
বর্জন করেও অনেককিছু অর্জন করা যায়।
বিধাতার রাজ্যে ভালো জিনিস অল্প বলেই তা ভালো, নইলে নিজেরই ভিড়ের ঠেলায় হয়ে যেতো সে মাঝারি
মন যদি তার মত হয় তবে সে মনের মতো হবে (রাজা)

Content and Layout © Banglar.com (Shah Mumin)
Feedback: smumin@hotmail.com

শূন্য তবু শূন্য নয় ব্যথার অগ্নিবাষ্পে পূর্ন সে গগন একা একা সে অগ্নিতে দীপ্তগীতে সৃষ্টি করি স্বপ্নের ভূবন।

দত্ত, মাইকেল মধুসূদন

এড়িলা একাগ্নি বান রক্ষিতে কৌরবে
কোন যুবতীর নব যৌবনের মধু বাঞ্ছা তব?
যৌবন মধুর কাল আশু বিনাশিবে কাল, কালে পিও প্রেমমধু করিয়া যতন।
প্রাক্তনের গতি কে রোধিতে পারে?
হা পুত্র হা বীরবাহু, বীরেন্দ্র কেশোরী কেমনে ধরিব প্রান তোমার বিহনে? (বীরবাহুর বীরত্ব)

Content and Layout © Banglar.com (Shah Mumin)
Feedback: smumin@hotmail.com

দাশ, জীবনানন্দ

অম্লান, অক্লান্ত হয়ে বেঁচে থাকা চাই, একদিন স্বর্গে যেতে হবে।
এ জীবন কবে যেনো মাঠে মাঠে ঘাস হয়ে র'বে নীল আকাশের নীচে আঘ্রানের ভোরে এক — এই শান্তি পেয়েছি জীবনে শীতের ঝাপসা ভোরে এ-জীবন ভেলভেট জ্যাকেটের মাছরাঙা হবে একদিন — (এই শান্তি)
কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে?
যে মাঠে ফসল নেই তাহার শিয়রে চুপে দাঁড়ায়েছে চাঁদ — কোনো সাধ নাই তার ফসলের তরে (মৃত্যুর আগে)

বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র

পরে, সবিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা, তিনি পূর্বাপর সমস্থ বৃত্তান্ত অবগত হইলেন, এবং সাংসারিক বিষয়ে নিরতিশয় বীতরাগ হইয়া, বিবেচনা করিতে লাগিলেন, সংসার অতি অকিঞ্চিতকর আর ইহাতে লিপ্ত থাকা, কোনও ক্রমে, শ্রেয়স্কর নহে । (বেতাল পঞ্চবিংশতি)
নিজের ঢোল নিজেই পিটাইও, অন্যকে দিলে ফাটাইয়া ফেলিতে পারে

Content and Layout © Banglar.com (Shah Mumin)
Feedback: smumin@hotmail.com

হা অবলাগন! তোমরা কি পাপে ভারতবর্ষে আসিয়া, জন্মগ্রহন কর, বলিতে পারিনা।

রাহমান, শামসুর

অসহ্য অসহ্য জানি, মনোনীতা, তোমাকে হারানো
যদি থাকো পাশে আজীবন, তবে সাক্ষী এ চন্দনা,
অন্য কোনো নারীকে নৈ:শবেদর ঘাটে নিয়ে
বসন্তবাহার শোনাবোনা।

রফিক, মোহাম্মদ

ঘরের উঠোনে
ঢেঁকিশালে বর্তমানে মৃন্ময়ী কপিলা; খোলাচুলে
ফেটে পড়ে ভরাট উরুতে স্তনে শাড়ির আঁচলে,
ওড়ে হাওয়া, মাটির সুঘ্রান বৃষ্টি, রোদের মহিমা।

লোহার গরাদ ফেটে টগবগে আষাড়ী পূর্নিমা
কলমীর ঘ্রানে মুগধ্ব বিলের উপরে দৃপ্ত পায়ে
ফাঁসির দড়িতে ঝুলে হাসির জোয়ারে ভাঙা বাঁধ
কপিলা, কাদায় জলে, ঘমেশ্রমে অন্নদা স্বদেশ।

কপিলা; আকাশ দূর, মাটিও কঠিন;
আর জল হিংস্র খল স্বভাবে কুটিল,

ঢাঙায় ইঁদুর থাবা শূন্যের শকুন;
এর মধ্যে টিকে থাকা ভয়াল সংগ্রাম

শহীদুল্লাহ, রুদ্র মোহাম্মদ

এটা প্রস্থান নয়, এটা বিচ্ছেদ নয়, শুধু এক শবদহীন সবল অস্বীকার

ওড়ে আকাশে শকুন। উত্তর দিগন্ত ঘিরে কালো মেঘ আসে।
কেউ কি বেহুলা নেই স্বপ্নবান কোনো এক তরুন বেদেনি ?
স্বজনর-ক্তের কাছে, স্বজন-হাড়ের কাছে দায়বদ্ধ, ঋনী ?
কেউ কি বেহুলা নেই হাড়ের খোয়াব নিয়ে বৈরী জলে ভাসে ?
(মানুষের মানচিত্র — ১৩)

সৈয়দ, আবদুল মান্নান

জীবনানন্দ দাশ বাংলাদেশ নামক যে দেশে বাস করে গেছেন, তা মানচিত্রে অদৃশ্য।

হক, সৈয়দ শামসুল

আমাদের বড় একটা অভাব হচ্ছে বৃহত্তর পৃথিবী ও মানবের শতাবদীর পর শতাবদী সঞ্চিত অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচয়ের অভাব।

Content and Layout © Banglar.com (Shah Mumin)
Feedback: smumin@hotmail.com

কবির রক্তেই শুধু গোলাপের সম্ভাবনা
প্রেমে কি আমরা শুধু ‘পতিত’ হই? উন্নীত হইনা? উত্তীর্ন হইনা?

হুদা, মোহাম্মদ নুরুল

মানুষ ছিলাম, বৃক্ষ ছিলাম, এখন শুধু পাথর মাটির নিচে কাঠকয়লা হাজার বছর কাতর।
এরা কেউ দু:খ নয় এরাইতো সুখ

অসমাপ্ত

Content and Layout © Banglar.com (Shah Mumin)
Feedback: smumin@hotmail.com